



221178 - দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক নকে আমলগুলো ক'কি?

প্রশ্ন

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক নকে আমলগুলো ক'কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নকে আমল বা ইবাদতেরে পরধিঅতিবিস্তৃত। এখনে সব ইবাদত উল্লেখ করার সুযোগ নহে। এ বিষয়ে বিস্তারতি জানার জন্য প্রশ্নকারী ভাই নমিনোক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করতে পারনে:

ইমাম মুনযরিরি লখিতি 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব'। এ গ্রন্থেরে হাদিসগুলো 'সহিহ' না 'যয়ফি' এই মান জানার জন্য এর সাথে শাইখ আলবানীর রচতি 'সহিহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' এবং 'যয়ফিহুত তারগীব ওয়াত তারহীব' পড়তে পারনে।

ইমাম নববীর রচতি 'রয়াদুস সালহীন'। বিশেষত রয়াদুস সালহীন এর 'ফায়ালে অধ্যায়'।

দুই:

দৈনিক পালনীয় নকে আমলগুলোর মধ্যে রয়েছে: পাঁচ ওয়াক্ত নামায, নামাযেরে জন্য ওয়ু করা, ওয়ু ও নামাযেরে সময় মসিওয়াক করা, জামাতেরে সাথে নামায আদায় করা, সুননত নামাযগুলো আদায় করা (ইশরাকেরে নামায, তাহাজ্জুদেরে নামায, বতিরিরে নামায) সকাল-সন্ধ্যার যকিরি-আযকার, দবানশিরি যকিরি-আযকার (ঘরে প্রবশেরে দোয়া, ঘর থেকে বেরে হওয়ার দোয়া, মসজদি প্রবশে ও মসজদি থেকে বেরে হওয়ার দোয়া, টয়লটে প্রবশে ও টয়লটে থেকে বেরে হওয়ার দোয়া, পানাহারেরে দোয়া, ফরয নামাযেরে শেষে পঠতিব্য দোয়া...), ইমামেরে সাথে আযানেরে শব্দাবলি উচ্চারণ।

সাপ্তাহিক নকে আমলগুলোর মধ্যে রয়েছে: জুমার নামায আদায়, জুমাবার দিনে বা রাতেরে সূরা কাহাফ তলোওয়াত করা, জুমাবার দিনে বা রাতেরে বেশি বেশি দুরুদ শরীফ পড়া, সোমবার ও বৃহস্পতিবারেরে রোযা রাখা।

মাসিক নকে আমলেরে মধ্যে রয়েছে: প্রত্যেকে মাসেরে তিনদিনি রোযা রাখা (উত্তম হচ্ছে- বীযেরে দিনগুলোতে তথা চন্দ্র মাসেরে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারখি রোযা রাখা)।



বাৎসরিক বা মৌসুমি নিকে আমলগুলোর মধ্যে রয়েছে: রমযানরে রোযা রাখা, মসজিদে গিয়ে জামাতরে সাথে তারাবীর নামায আদায় করা, দুই ঈদরে নামায আদায় করা, সামর্থ্য থাকলে হজ্জ আদায় করা, সামর্থ্যবান হলে যাকাত আদায় করা, রমযানরে শেষে দশদিন ইতকিফ করা, শাওয়ালরে ছয় রোযা রাখা, আশুরার রোযা রাখা এবং সাথে একদিন আগবে বা পরবে আরও একটা রোযা রাখা, আরাফার দিন রোযা রাখা এবং যলিহজ্জরে প্রথম দশদিন বেশি বেশি নিকে আমল করা।

এছাড়াও কিছু আমল আছে যগুলো বেশি কনো সময়রে সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; যবে কনো সময় সে আমলগুলো করা যায়। এগুলোর মধ্যে কিছু আমল অন্তরে আমল; আর কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে আমল। যমেন- মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য যবে কনো সময়বে নফল নামায আদায় করা, নফল রোযা রাখা, নফল উমরা আদায় করা, আল্লাহর যকিরি করা, কুরআন তলোওয়াত করা, দুরুদ পড়া, দোয়া করা, ইস্তিফার করা, পতি-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, দান-সদকা করা, মুসলমানদরে মাঝে সালামরে প্রচলন করা, সচ্চরিত্র হওয়া, জহিবাকে পবিত্র রাখা, আল্লাহকে ভালবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে আশা করা, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর প্রতি একীন রাখা এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া।

এছাড়াও এমন কিছু আমল আছে যবে গুলো বেশি কনো প্রক্শাপট কনেন্দ্রিকি; প্রক্শাপট পাওয়া গেলে সসেব আমল পালন করা শরয়িতসম্মত। যমেন- রোগী দখেতে যাওয়া, জানাযার নামায আদায় করা, হাঁচরি উত্তর দয়ো, সালামরে উত্তর দয়ো, দাওয়াত দলিবে গ্রহণ করা, ইস্তিখারার নামায আদায় করা, তওবার নামায আদায় করা, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণরে নামায আদায় করা, বৃষ্টির নামায আদায় করা, ববিদমান দুইপক্ষরে মাঝে মীমাংসা করা, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জনিসি দূর করা, কষ্ট ও বপিদ-মুসবিতবে ধরৈষ ধারণ করা...ইত্যাদি।

সলফে সালহীন একদিনে চারটা ইবাদত পালন করাকে মুস্তাহাব জ্ঞান করতনে। সগুলো হচ্ছে- রোযা রাখা, মসিকীন খাওয়ানো (সদকা করা), জানাযার নামায আদায় করা ও রোগী দখেতে যাওয়া। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “এগুলো যবে ব্যক্তরি মাঝে একত্রতি হবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশে করবে।”[সহহি মুসলমি (১০২৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ